দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

শিক্ষাঙ্গনে

এটা কেমন শিক্ষা ?

শৈশব থেকে আমরা বই-পুস্তকে পড়ে এসেছি শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। এছাড়া এটাও জেনে আসছি, একটি শিশু তার দেশের জন্য একটি সোনালী ভবিষ্যত। প্রতিটি শিশুর সোনালী ভবিষ্যত গড়ে উঠে তার প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে থেকে। তাই, প্রতিটি দেশে প্রতিটি শিশুর সুন্দর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন সুন্দর ও সাবলীল পরিবেশ। এই পরিবেশটা তার শিক্ষার দিক থেকেও যেমন সুন্দর হবে, তেমনি পারিপার্শ্বিক দিক থেকেও সুন্দর হতে হবে। অথচ আজকের এই শিক্ষিত সমাজে এ কেমন শিক্ষা, এ কেমন শিক্ষার উপাদান? শিক্ষার জন্য যে দুটো জিনিস কাগজ ও কলম প্রয়োজন, সেই জিনিস দুটোর একটি উপাদান কাগজই যদি কুশিক্ষায় পরিপূর্ণ থাকে তাহলে শিশুরা কিভাবে এই শিক্ষিত সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে?

রাজধানীতে না হলেও মফস্বল জেলা ও উপজেলাসহ বহু গ্রামে-গঞ্জে এমন কিছু খাতা বিক্রি হচ্ছে যে-সব খাতার উপরের কভার অংশে বিভিন্ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোর কভার লাগানো থাকে। এসব কভারে ফিল্মচিত্রসহ বহু অশোভন চিত্র ছাপা থাকে। অথচ সেই পত্রিকাগুলোর কভার দিয়ে খাতার কভার বানিয় বাজারে দিব্যি বিক্রি করা হচ্ছে। এতে করে বলা যায়, একটি ছাত্র বা ছাত্রী ক্লাসে বসে কোন্‌দিকে তাকাবে? স্যারদের পড়ানোর দিকে, না ঐ ছাপা নায়ক-নায়িকাসহ অন্যান্য অশোভন ছবির দিকে? এভাবে যদি শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার উপাদানগুলো বিভিন্ন কুশিক্ষায় পরিপূর্ণ থাকে তবে কিভাবে বলা যায় যে, এটা একটা শিক্ষিত সমাজ এবং আমরা তার অধিবাসী? অতএব, বিলম্ব না করে এসব কভারযুক্ত খাতা বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে ভবিষ্যতে যেন বিক্রি না করা হয় তার সুব্যবস্থা করে প্রকৃত শিক্ষার আলো প্রতিটি শিশুর কাছে ও সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—বি এম মাহবুব তানবীর, বি এম কলেজ, বরিশাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও কতিপয় শিক্ষক-এর ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার প্রধান বিদ্যাপীঠ। জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার তৈরীর আবাসস্থল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো আজ কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোকের চক্রান্তের কেন্দ্রে পরিগণিত হচ্ছে। জাতীয় রাজনীতির যে কোন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে একেবারেই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হীন মানসিকতার আতিশয্যে এসব লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়কে মোক্ষম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। ফলে সন্ত্রাস প্রবাহমান ধারায় এর গতিশীলতা বজায় রাখছে।

সন্ত্রাস কারা করে—এ প্রশ্নের চে' গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে—সন্ত্রাস কেন হচ্ছে? একটা স্বাধীন দেশ অনেকগুলো মৌলিক চাহিদা মেটানোর দাবীতে অনেক রক্ত ঝরিয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পাচ্ছি কৈ?

আজকের প্রেক্ষাপটে আমার মতে, সন্ত্রাস করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু ছাত্র, বহিরাগত, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক এবং কতিপয় অন্ধ রাজনীতিবিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা একজন ছাত্রের জন্য অস্ত্র চালনা একটা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এই বিষয়ের সাথে তার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন সাক্ষাৎ না থাকারই কথা, তথাপি ঐ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে পা দিয়ে হয়ে উঠলো সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজ।

এর কারণ ও উৎসগুলো তলিয়ে দেখলে জাতি লজ্জায় ছোট হয়ে পড়বে। কারণ এর প্রধান ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছেন জাতির কাছে বারে বারে অঙ্গিকার করা কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ এবং তৎসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েরই কিছু দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক।

শিক্ষকরা জাতির ভিত তৈরী করার কাজে নিয়োজিত—অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক তাদের চারিত্রিক, একাডেমিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত নীচুমানের এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্যতার সর্বনিম্ন অবস্থান থেকেও তারা বিচ্যুত। বিশ্ববিদ্যায় অঙ্গনে আজ এক শ্রেণীর শিক্ষক 'তৈল মর্দন' করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন এবং একই সময়ে তাঁরা 'তৈল গ্রহণ' করে অতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আসছেন তাদের দলের মধ্যে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃত মেধা এবং সার্বিকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে জাতি। কিছু দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের একজন ছাত্র এমনই একটি এপিসোডের মাধ্যমে শিক্ষকদের কুকীর্তি জানিয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে চরম অনিয়ম আর অসারতা। একজন ছাত্র একই বর্ষে দুইবারের বেশী যেখানে ড্রপ দিলে তার ছাত্রত্ব নিয়মানুযায়ী বাতিল হয়ে যায় সেখানে বিভাগের শিক্ষকরা ২/৩ বার করে বিদেশে যান পিএইচডি বা উচ্চ শিক্ষার জন্য অথচ ডিগ্রী ছাড়াই ফেরত আসেন। এক্ষেত্রে সেই শিক্ষকদেরকে একাডেমিক ফিটনেস-এর জন্য কোন ওষুধপত্র বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে নেই। দেশের টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক আছেন যারা একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ফেরত এসেছেন ডিগ্রী-ছাড়া। এতে করে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান ও মেধা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক।

এই সমস্ত শিক্ষকই দেখা যায় বিভিন্‌খসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দলগুলোর উপদেষ্টা সেজে ছাত্রদেরকে বিপথে পরিচালিত করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজেদের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে শিক্ষা দানের মুহূর্তগুলো সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষককে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিয়মিত বিরতিতে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত। এতে করে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতি, দলাদলি কমবে এবং সর্বোপরি শিক্ষকরাও তাঁদের একাডেমিক ক্যারিয়ার পুনঃ নির্মাণে সচেষ্ট হবে। এবং সন্ত্রাস-এর উৎসগুলো সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।

সুতরাং সময় হয়েছে ছাত্রদের সাথে সাথে শিক্ষকদেরও সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখার। কোন ছাত্র যেন আর সন্ত্রাসী না হয় এবং কোন শিক্ষকও যাতে ব্যুরোক্র্যাট সেজে স্বীয়। সবার্থ চরিতার্থে নিমগ্ন না হয়ে পড়েন—সবার সুচিন্তিত বিবেচনা যেন এদিকে থাকে। তবেই উচ্চ শিক্ষাঙ্গন-এ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

—আবুল হাসনাত মোঃ শাহিন